রামায়ণ তো বহুল প্রচলিত, আমাদের মাটির গল্প, বাংলা বাজেটের ছবি

জন্মদিনে ছবির প্রচারে ব্যস্ত থেকেছেন। এসভিএফ-এর ব্যানারে বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে সাধক বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপার জীবনে আধ্যাত্মিক প্রভাব কতটা, ব্যক্তিগত জীবন, কাজের জগৎ নিয়ে কেমন আছেন সব্যসাচী চৌধুরী? অকপট অভিনেতা। শুনলেন শ্যামশ্রী সাহা

■ 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' এবার বড়পর্দায়। এখানেও আপনি বামার চরিত্রে, কতটা আলাদা অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি?

সব্যসাচী: পুরোটাই আলাদা। ছোটপর্দায় আমি শুধু অভিনয় করেছি। এখানে লেখা থেকে শুরু করে, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসাবে থাকা, তার সঙ্গে অভিনয়। এটা আমার কাছে একটা নতুন জার্নি, নতুন সম্ভাবনা। অভিনয়ের দিক থেকেও বিষয়টা আলাদা। ছোটপর্দায় তিনবছর দু'মাস বামদেবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। ওটা একটা প্রসেস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবটাই পাল্টায়। সেখানে লুকও চেঞ্জ হয়েছে। এখানে তো তা নয়, পুরোটাই কমপ্যাক্ট। একটা সময়ের মধ্যে বামদেবের গোটা জীবনী, জীবনের সবকটা দিক দেখানো। কোথাও মিল তো নেই। বামদেব স্থূল চেহারার ছিলেন। আমাকে ২০ কেজি ওজন বাড়িয়ে ওই লুকটা আনতে হয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস শুটিং হয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। সেট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আউটডোর শুটিং-এও সমস্যা হয়েছে।

■ আপনি জানেন, দর্শক মন্তব্য করছেন, এই চরিত্রে শুধু সব্যসাচীকেই মানায়

সব্যসাচী: সব কমেন্ট তো দেখিনি। প্রত্যেক প্রজন্মেই একজন অভিনেতা উঠে আসেন। একসময়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন, তারপর অরিন্দমদা করেছেন, তারপর আমি। আমার মনে হয়, আগামী দিনেও কেউ এই চরিত্রে কাজ করবেন। তবে দর্শকের মন্তব্য সবসময়েই আমার কাছে সম্মানের।

■ দর্শকের তাগিদ রয়েছে আপনাকে বামাক্ষ্যাপা হিসাবে দেখার। আপনার নিজের তাগিদ কতটা?

সব্যসাচী: এই ধরনের চরিত্র করতে আমার বরাবরই ভাল লাগে। তার পাশাপাশি অন্য চরিত্রও করতে ভাল লাগে···

■ আপনি তো 'সংসারের সংকীর্তন' করছেন, যেটা অন্য ধরনের চরিত্র?

সব্যসাচী: একদমই তাই। সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম।

■ 'রাপ্পা রায়'-এ নেগেটিভ চরিত্রে কাজ করেছেন...

সব্যসাচী: একদম। সম্প্রতি 'জাদুকর সত্যচরণ'-এও অন্যরকম চরিত্রে কাজ করছি। এই এক্সপেরিমেন্ট আমি করতেই থাকি। কিন্তু কেউ যদি বলেন ড্রইংরুম ড্রামা না আধ্যাত্মিক চরিত্র, তাহলে দ্বিতীয়টাই বেছে নেব।

■ কেন?

সব্যসাচী: আধ্যাত্মিক চরিত্র আমাকে অনেক কিছু দেয়। আমি কিছু নিয়ে যেতে পারি। রামপ্রসাদ সেনের চরিত্রে কাজ করার সময়ে গানের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝেছি। এই ধরনের কোনও কাজ করার সময়ে যত রকমের বই আছে, সব পড়ি। যত পড়ি, নতুন কিছু জানতে পারি। এটা তো ড্রইংরুম ড্রামার চরিত্র করে সম্ভব নয়। টেলিভিশনে যখন কোনও নরম্যাল গল্প নিয়ে কাজ শুরু করি, তখন জানতে পারি না চরিত্রটা কোন দিকে যাবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক চরিত্রের আদি ও অন্ত দুটোই জানা থাকে।

■ তারাপীঠের মহাশ্মশানে সারারাত কাটিয়েছেন কখনও?

সব্যসাচী: না, সারারাত কাটাইনি। তবে রাতে গিয়েছি। বইয়ে যা পড়েছি, সেই মহাশ্মশান এখন আর নেই। আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

■ কালীসাধকদের সঙ্গে অনেকসময়ে তন্ত্রসাধনার যোগ থাকে, এই বিষয়টা বিশ্বাস করেন?

সব্যসাচী: তন্ত্রের শিকড় কিন্তু তিব্বতে। জানেন, বশিষ্ঠদেব প্রথম তারাপীঠে শ্বেতশিমুল বৃক্ষের নীচে একটা আসন স্থাপন করেছিলেন, যেখানে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। বহুবছর পরে সেই একই আসনে বসে বামদেব সিদ্ধিলাভ করেন। ওই আসনের একটা মাহাত্ম্য আছে। পরে সেখানে মায়ের ব্রহ্মশিলা খুঁজে পাওয়া যায়, সেখানেই মায়ের মন্দির স্থাপন করা হয়। চারশো বছরের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বশিষ্ঠ দেব কিন্তু মায়ের আদেশে মহাচীনে (তিব্বতের অংশ)গিয়ে বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছে শিখেছিলেন 'পঞ্চ ম'-কার সাধনা করে কীভাবে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। এখন যাঁরা নিজেদের তন্ত্রসাধক বা তান্ত্রিক বলেন, এর শতকরা পঁচানব্বই জন ভেকধারী। তাঁরা নিজেদের প্রচার করে ব্যবসা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে কার্যসিদ্ধির জন্য আমাকে কখনও তান্ত্রিকের আশ্রয় নিতে হয়নি।

■ সব্যসাচী বাস্তবে কতটা আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন?

সব্যসাচী: আমি ধর্মান্ধ নই। আচারবিচারে, নিয়মে বিশ্বাস করি না। তবে সুপারপাওয়ারে বা পরমব্রহ্মে বিশ্বাস করি।

■ আপনি তো সোলোট্রিপ করতেন, সেটা নিয়ে ব্লগও করতেন। এখন দেখা যায় না কেন?

সব্যসাচী: কাজের চাপে করতে পারছি না। সোলোট্রিপে বাইক নিয়ে গেলে বাড়িতে সবাই খুব চিন্তায় থাকেন। বাবা-মায়ের বয়স হচ্ছে, ওদের টেনশনে রাখতে চাইনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছিলাম, ভ্রমণের সঙ্গে রম্যরচনা মিশিয়ে লেখালেখি করতাম। এখনও প্রকাশকের অফার আসে, আমারই কোনও প্ল্যান নেই।

■ সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরছেন না কেন? এখন তো কাজের খবরও সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেন, ফলোয়ারস দেখে কাজও আসে শুনেছি...

সব্যসাচী: আমি কখনও রিলস বানাইনি, কোলাব করিনি। একটু লেখালেখি করতাম। আর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কাজ পাওয়া যায়, এটা মিথ। সোশ্যাল মিডিয়ায় না থেকেও তো তো কাজ করছি।

■ 'হোদলস'-এর (ক্যাফে) কী হল?

সব্যসাচী: সৌরভ আর আমার একটা ক্যাফে ছিল, ওটা এখন সাউথের দিকে শিফট করার প্ল্যান আছে। এখন তো যিশুদাও আমাদের সঙ্গে আছেন। সবাই একসঙ্গে বসে প্ল্যান করব। কিন্তু সেই সময়টাই বার করা যাচ্ছে না।



■ সাধক বামাক্ষ্যাপা-র দৃশ্য

কাট টু কাট

■ সৌরভ তো বিগবস-এ, দেখছেন?

সব্যসাচী: না।

■ সেকী? আপনার বন্ধুকে সাপোর্ট করবেন কী করে?

সব্যসাচী: ওর জন্য আমার সাপোর্ট সবসময়ে আছে। মজার ব্যাপার কী জানেন তো, সৌরভ যদি শোনে সব্যসাচী 'বিগবস' দেখছে, ও ঘাবড়ে যাবে!

■ আপনার কাছে যদি 'বিগবস'-এর অফার আসে?

সব্যসাচী: না না এরকম ভুল ওঁরা করবেন না, আমিও করব না।

■ অভিনেতা হিসাবে স্বপ্নের চরিত্র করতে পেরেছেন?

সব্যসাচী: আমি ২৬ বছর বয়সে অভিনয় জগতে এসেছিলাম। তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল, রিসার্চার হিসাবেই কাজ করব। বিশাল কিছু করব, নায়ক হব, সেটা কখনও ভাবিনি। অভিনয় করতে ভাল লাগে, চেষ্টা করব ভাল চরিত্রে অভিনয় করার। এগারো বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে। এখনও ভাল চরিত্র করার চেষ্টা করি। সেটা পাঁচ-দশ মিনিটের হলেও করব। অনেক অভিনেতাই মাইথোলজির চরিত্র করতে চান না, কিন্তু আমার কাছে এই চরিত্রগুলোই চ্যালেঞ্জিং।

■ আপনি তো এই ইন্ডাস্ট্রির একজন, টালমাটাল পরিস্থিতি কখনও ভাবিয়েছে?

সব্যসাচী: না, ভাবায়নি।

■ 'রামায়ণ' নিয়ে জোর চর্চা চলছে, তার মধ্যে মুক্তি পাচ্ছে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'...

সব্যসাচী: রামায়ণ এমন একটা গল্প, যেটা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। এটা অনেক বেশি প্রচলিত। বামদেবের গল্প তো বাঙালির কাছেই সেভাবে পরিচিত নয়, সাধকের পরিচিতি শিষ্যদের দ্বারাই হয়। রামকৃষ্ণ দেবের পরিচিতির পিছনে বিবেকানন্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বামদেবের জীবনে সেরকম শিষ্য নেই। তারাপীঠের অনেকের কাছেই শুনেছি, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বামাক্ষ্যাপা দেখে অনেকে তারাপীঠের কথা জেনেছেন। রামায়ণের কিন্তু এসবের প্রয়োজন পড়ে না। অডিও-ভিস্যুয়ালের জন্য রামায়ণ পরিচিতি পায়নি। আমাদের তো মাটির গল্প। বাংলা বাজেটের ছবি।

■ সমালোচনা নিতে পারেন?

সব্যসাচী: সামনাসামনি কখনও কেউ সমালোচনা করেননি। দর্শকের একাংশ সবসময়ে তুলনা করতে পছন্দ করেন। অমুক অভিনেতা হলে ভাল হত, এই জায়গাটা ঠিক দেখানো হয়নি ইত্যাদি— এটা খুব স্বাভাবিক, মেনে নিতে হবে। এটা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে কোনও সমালোচনা, কটাক্ষের মুখে পড়িনি।



■ সব্যসাচী চৌধুরী

ধারাবাহিকে ফিরছেন অর্কপ্রভ-শিরিন

ছ'য় বন্ধুর গল্প নিয়ে স্টার জলসার পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক। নাম 'আদরের নৌকো'। ইতিমধ্যেই চ্যানেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে এই মেগার। জানা যাচ্ছে, শ্রীজিৎ রায়ের প্রযোজনা সংস্থা ব্যানিয়ন ট্রি-র ব্যানারে আসছে 'আদরের নৌকো'।

সূত্রের খবর, ছ'জন বন্ধুর মধ্যে থাকছেন অভিনেতা অর্কপ্রভ রায় ও অভিনেত্রী শিরিন পাল। এছাড়া বাকি চারজনও ভীষণ পরিচিত মুখ। স্টার জলসার ধারাবাহিক 'কম্পাস' শেষ হওয়ার পর থেকেই অর্কপ্রভকে নতুন কাজে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা। সেই অপেক্ষার অবসান হল এবার। নতুন চরিত্রে ফিরছেন তিনি।

অন্যদিকে, শিরিনকে ছোটপর্দায় দর্শক শেষ দেখেছেন জি বাংলার ধারাবাহিক 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এ। এরপর শিরিন বিভিন্ন সিরিজে, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দর্শকের কাছে আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি। তবে অভিনেত্রীকে ধারাবাহিকে দেখার জন্য অনেকদিন ধরেই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর অনুরাগীরা। এবার স্টার জলসার পর্দায় ফিরছেন তিনি। সাধারণত, এখন অসম প্রেম, সংসার, কমেডি, কোথাও আবার ইতিহাস-নির্ভর ধারাবাহিক চলছে। কিন্তু এসবের মাঝে নিখাদ বন্ধুত্বের গল্প যেন হারিয়ে যেতে বসেছিল। শ্রীজিৎ রায়ের হাত ধরে পর্দায় আসছে বন্ধুত্বের টানে হারিয়ে যাওয়ার তেমনই এক গল্প।



■ অর্কপ্রভ ও শিরিন

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

বাখরাহাট শাখা
বাখরাহাট রায়পুর মোড়, থানা- বিষ্ণুপুর, পোঃঅঃ- বাখরাহাট, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭৭
ই-মেল: bakrah@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) ও ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (স্বত্বধারক / বন্ধকদাতার নাম: মিঃ নাসির হোসেন)	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময় ই-নিলাম শুরু ও শেষের সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মিঃ নাসির হোসেন ফ্ল্যাট নং ১০এ২, ফ্লোর নং ১০, টাওয়ার নং ৪৫, প্রেমিসেস নং ১, নিউ বাটা রোড, পোঃঅঃ- বাটানগর, থানা- মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১০৪	সংশ্লিষ্ট আবাসন প্রকল্পের পার্কিং এরিয়াতে এইচ২৪৭ নং স্থানে ১টি (একটি) ফোর-হুইলার পার্ক করার অধিকার, তৎসহ যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার এবং ১৮ বর্গফুট মাপের ব্যালকনি সমেত বিল্ডিং নং ৪৫-এর ১০ নং ফ্লোরে ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং ও ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত টাইলসের মেঝে দেওয়া সামান্য কমবেশি ৪৬৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৫৪৮ বর্গফুট ও সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৭১২ বর্গফুট) বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট নং ১০এ২-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক। **জমি সম্পর্কিত বিশদ তথ্য:** ক্যালকাটা রিভারসাইড নামক টাউনশিপে সামান্য কমবেশি ২০.৯২ একর বা ২০৯২ ডেসিমেলের সমতুল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: প্রেমিসেস নং ১, নিউ বাটা রোড, বাটানগর, খতিয়ান নং ৩, মৌজা- মিরপুর, জে এল নং ৪২, আর এস দাগ নং ১২, ৩৬ থেকে ৪২, ১/৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮ থেকে ৫১, ৬০, ৭৭, ৩৭/১০২, ৩৮/১০৩, ৩৯/১০৪, ৪০/১০৬, ৪১/১০৭, ৪২/১০৮, ৪৫/১০৯, থানা- মহেশতলা, পোঃঅঃ- বাটানগর, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ২৭ ও ২৮, বেহালা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- নিউ বাটা রোড; **দক্ষিণ**- নাঙ্গি স্টেশন রোড এবং ১ নং গেট; **পূর্ব**- নিউ বাটা রোড; **পশ্চিম**- লেক সংলগ্ন ভূখণ্ড এবং জলাশয়।	₹২১,৯৩,৩০৮.০০ তৎসহ ১৪.০৬.২০২৬ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ	০৭.১২.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	১) ₹২৫,৬১,০০০.০০ ২) ₹২,৫৬,১০০.০০ ৩) ₹১০,০০০.০০	প্রতীকী	১৩.১১.২০২৬ থেকে ৩০.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে সম্পর্কিত আধিকারিক: চৈতালি পাল মোবাইল: ৮২৪০৬১৬৫০৭ (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং নিলামে ক্রেতার হাতে এই ব্যাঙ্ক সম্পত্তির প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে।
বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm** এবং **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিক/ শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে **এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন:** ৮২৪০৬১৬৫০৭।
১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই-নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ: ১২.১১.২০২৬
স্থান: কলকাতা
ঐন্দ্রিলা পুততুণ্ড
অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

পঞ্জাব নেশনাল বাঁক punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

২২.১২.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, দুর্গাপুর (সিও এসএএমডি দুর্গাপুর)
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ / ই-মেল: codgprec@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২২.১২.২০২৬, দুপুর ৩টে পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

লট নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতার নাম]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০২২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১	**শাখা অফিস:** ০২০৪২০- কোক ওভেন **অ্যাকাউন্ট: নিউ ইউরেকা ট্রাভেলস ক্লাব** **ঋণগ্রহীতা/ অংশীদার/ জামিনদার:** **নিউ ইউরেকা ট্রাভেলস ক্লাব,** স্টল নং সিডব্লু ৫, সিটি সেন্টার, বাস স্ট্যান্ড, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৬ **মিঃ তনয় কুমার মণ্ডল,** গ্রাম- কুমারডাঙ্গা, পোঃঅঃ- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪৪ **মিঃ তনয় কুমার মণ্ডল,** গ্রাম- ফরিদপুর, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৩ **মিঃ দেবদাস মুখার্জি,** গ্রাম- ফরিদপুর, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৩ **মিঃ মাধব মজুমদার,** ২১/৩, সেকেন্ডারি রোড, 'এ' জোন, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৩	২০১২ সালের ইজারা দলিল নং ০৭৫২১ অনুযায়ী মেসার্স নিউ ইউরেকা ট্রাভেলস ক্লাব, অংশীদারগণ: (১) মাধব মজুমদার, পিতা- প্রয়াত জ্যোতিষ চন্দ্র মজুমদার; (২) দেবদাস মুখার্জি, পিতা- প্রয়াত রাম কান্ত মুখার্জি এবং (৩) তনয় কুমার মণ্ডল, পিতা- প্রয়াত আনন্দ কুমার মণ্ডল-এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্তের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: স্টল নং জি/৯, গ্যারাজ ব্লক (২ নং ফ্লোর), দুর্গাপুর কমার্শিয়াল এস্টেট, পরিমাপ- সামান্য কমবেশি ২০৪.২৪৭ বর্গফুট, দুর্গাপুর কমার্শিয়াল এস্টেটের অংশ বিশেষ, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পুর-এলাকাধীন, থানা- অরবিন্দ, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর ১৬, জেলা- বর্ধমান (বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান), মৌজা- ফরিদপুর, জে এল নং ৭৪, প্লট নং ৮৩/৮৫, খতিয়ান নং ১৩৬২।	ক) ০৩.০৮.২০২৬ খ) ₹৪৫,০৬,২৮৭.৩৬ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার দুশো সাতাশি টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো গ) ১৪.১০.২০২৬ ঘ) গঠনমূলক দখল	ক) ₹৮.৫৩ লক্ষ খ) ₹০.৮৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২২.১২.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. **লট নং ১-এর প্রেক্ষিতে এই বিক্রি ২২.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ এস বালাজি (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল:** ৯৮৩১৭ ৭৯৭৮০।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১২.১১.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর
মিঃ এস বালাজি, চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান বাঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ও ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) -এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদার-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার ভৌত দখল **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কসবা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি **মেসার্স ফার্মা ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শান্তনু রায়,** ১৮এ, পূর্বাচল বিধান লেন, পোঃ- গরফা, থানা- হালতু, কলকাতা ৭০০ ০৭৮-এর কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কসবা শাখা (সুরক্ষিত পাও